আসাদুজ্জামানের বার্ষিক আয় ৯৪

লাখ ৮০ হাজার টাকা | ঢাকার

উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপি মনোনিত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন সদ্য সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তার ঢাকার উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট, ফ্ল্যাট ও জমি রয়েছে। তবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার কোনো ঋণ নেই। নেই কানো মামলা। নির্বাচনি হলফনামায় এসব তথ্য দিয়েছেন অ্যাড. মো. আসাদুজ্জামান।

হলফনামায় আসাদুজ্জামান উল্লেখ করেছেন, তার বার্ষিক আয় ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৭ টাকা। এর মধ্যে বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক স্থান ও স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া বাবদ বছরে ১১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা আয় দেখিয়েছেন। এছাড়া ব্যবসা থেকে ৭৩ লাখ ৩০ হাজার, শেয়ার, বন্ড,সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক আমানত থেকে এক লাখ ৬৭ হাজার ২০১ টাকা ও পেশাগত আয় ৮ লাখ ৪০ হাজার ৩৮৬ টাকা।

স্ত্রীর শেয়ার বন্ড ব্যাংক আমানত,সঞ্চয়পত্র থেকে ১৭ হাজার ৮০১ টাকা এবং পেশাগত (শিক্ষকতা) থেকে বছরে আয় পাঁচ লাখ ৬ হাজার ১৫৯ টাকা দেখানো হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে আসাদুজ্জামানের কাছে নগদ ১৫ লাখ ৯ হাজার ৫৮২ টাকা রয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার নিজ নামে গচ্ছিত রয়েছে এক কোটি ৩২ লাখ ৮৯ হাজার ৭৮৬ টাকা। বন্ড, শেয়ার কেনা আছে ৫২০০ টাকার এবং ফিক্সড ডিপোজিট প্রায় ৩০ লাখ টাকার হিসাব দেখানো হয়েছে।

হলফনামায় নিজের ২০ ভরি সোনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, এছাড়া সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেল ইলেকট্রনিক পণ্যের মূল্য ছয় লাখ টাকা, আসবাবপত্রের মূল্য চার লাখ টাকা এবং স্ত্রীর নামে ফিক্সড ডিপোজিট দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ টাকা।

অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামানের অর্জনকালীন অস্থাবর সম্পদের

আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে দুই কোটি ১০ লাখ ৪ হাজার ৫৬৮ টাকা। যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য পাঁচ কোটি টাকা। একইভাবে স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৫১ লাখ ১৫ হাজার ৯৪১ টাকা, যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য একই দেখানো হয়েছে।

স্থাবর সম্পদ হিসেবে আসাদুজ্জামানের ঢাকার সাভারের বড় বরদেশী মৌজায় ৪৬২ শতাংশ জমি রয়েছে। যার মূল্য এক কোটি ৯ লাখ ৭১ হাজার ৬০০ টাকা। ঝিনাইদহের শৈলকূপায় পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সম্পত্তি এখনো দখল বা সীমানা বুঝে পাননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া ঢাকার উত্তরায় ৬ কাঠা জমিতে পাঁচ তলাবিশিষ্ট ভবন, একই এলাকায় ৫ কাঠা প্লটের ছয় তলাবিশিষ্ট ভবনের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেলের। যার মূল্য আট কোটি ১৫ লাখ ১১ হাজার ৬৪৮ টাকা। ধানমন্ডিতে দুটি ফ্ল্যাটের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে তার। যার আনুমানিক মূল্য ৫৭ লাখ ৯৮ হাজার ৬৭ টাকা দেখানো হয়েছে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ১১৪, মাটিকাটা এলাকায় তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ১.৮০ শতাংশ জমি। যা তার স্ত্রী পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

এসব স্থাবর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৯ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা। বর্তমান তার মূল্য ১৪ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা ধরা হয়েছে।

তিনি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেননি। চলতি অর্থবছরে আয়কর রিটার্নে আয় দেখিয়েছেন ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৭ টাকা এবং সম্পদের মূল্য দেখানো হয়েছে ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৩৩ টাকা। তিনি আয়কর দিয়েছেন ২৭ লাখ ৬৩ হাজার ১৩৯ টাকা।

ঝিনাইদহে ৪টি আসনে ৪ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল, ২৩ জন বৈধ

ঝিনাইদহে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারটি সংসদীয় আসনে মনোনয়ন যাচাইবাছাই সম্পন্ন হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে ২৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের প্রার্থীতা বাতিল করা হয়েছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসক মিলনায়তনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে মনোনয়ন যাচাইবাছাইয়ের কার্যক্রম। জেলার ৪টি সংসদীয় আসনে জমা পড়া মোট ২৭টি মনোনয়ন যাচাই শেষে নির্বাচন কমিশনের বিধিমালা অনুযায়ী ৪জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

এর মধ্যে ঝিনাইদহ-১(শৈলকুপা) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আলম বিশ্বাসের প্রার্থীতা ঋণখেলাপীর কারনে বাতিল করা হয়। এছাড়া ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসনে ৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রার্থীতা ১শতাংশ ভোটারের ভোটার তালিকার সঠিক তথ্য না পাওয়ার কারনে বাতিল করা হয়েছে।

বাতিলকৃত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা হলেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের ওবায়দুল হক রাসেল, মীর আমিনুল ইসলাম ও মুর্শিদা খাতুন। অবশ্য গত ১ জানুয়ারি বিএনপির সাবেক সাংসদ শহিদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী ও জেলা বিএনপির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য মুর্শিদা খাতুন মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য সহকারী রিটানিং অফিসার বরাবর আবেদন করেন।

যাচাই বাছাই শেষে ঝিনাইদহ-১ আসনে ৬জন, ঝিনাইদহ-২ আসনে ৬জন, ঝিনাইদহ-৩ আসনে ৫জন এবং ঝিনাইদহ-৪ আসনে ৬জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় টিকে রয়েছেন।

ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজসেবা দিবস

উদযাপন

‘প্রযুক্তি ও মমতায়, কল্যাণ ও সমতায় আস্থা আজ সমাজসেবায়’ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে সকালে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সম্মেলন কক্ষে হয় আলোচনা সভা। এতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আবদুল কাদের, সহকারী পরিচালক মমিনুর রহমান, সমাজসেবা অফিসার হাসানুজ্জামান, প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজসেবা কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহ-৪; ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খানের আয় সাড়ে ৪ লাখ এবং নিজের নামে রয়েছে ৩০ভরি স্বর্ণ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ আসনে (কালীগঞ্জ ও সদর উপজেলার একাংশ) মোট ১১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত ৯ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পদকের পদ থেকে পদত্যাগ করে রাশেদ খান বিএনপিতে যোগদান করে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন।

তার দাখিলকৃত হলফনামা বিশ্লেষণে আয় ও সম্পদের বিস্তারিত তথ্য উঠে এসেছে।

বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খাঁন তার নির্বাচনী হলফনামায় উল্লেখ করেছেন, তার মূল পেশা রাজনীতি ও ব্যবসা। আয়ের প্রধান উৎস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তার এই ব্যবসা থেকে বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তার নিজের নামে ৩০ ভরি এবং স্ত্রীর নামে ১০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে, যা দুজনই উপহার হিসেবে পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেন।

রাশেদ খাঁনের নামে নগদ অর্থ রয়েছে ৩৫ লাখ ৪৫ হাজার ৮৭৫ টাকা এবং তার স্ত্রীর নগদ রয়েছে ৩০ হাজার টাকা। বাড়ির আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীসহ বর্তমানে তার মোট সম্পদের পরিমাণ ৮১ লাখ ৪৮ হাজার ৪১২ টাকা এবং স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ ১৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

এছাড়া তার নামে মোট ৫টি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে ৩টি চলমান এবং ২টি খারিজ হয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিএনপি’র এই প্রার্থীর হলফনামায় কৃষি জমি বা কৃষি আয়ের কোনো তথ্য উল্লেখ করা নেই।

বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনায় মন্দিরে প্রার্থনা

প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় ঝিনাইদহে মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের মদন মোহন মন্দিরে এ প্রার্থনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন ফ্রন্ট, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ও জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ।

এ সময় জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক চন্দন বসু, সদস্য সচিব অরুণ কুমার ঘোষ, জেলা পুজা উদ্যাপন ফ্রন্টের সদস্য সচিব সমীর কুমার হালদার, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট কানন কুমার দাস, জরিপ বিশ্বাস

ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুব্রত কুমার মল্লিক, স্থানীয় বিএনপি নেতা বিমল কুমার ঘোষ, সুভাষ দে, কেন্দ্রীয় বারোয়ারি মন্দিরের সভাপতি বিকাশ রায় বেগম খালেদা জিয়ার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তার ভূমিকা এবং দেশ গঠনে তার অবদানের কথা স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন। পরে মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা ও বিদেহীর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

ঝিনাইদহে ভুয়া দলিলে জমি বিক্রির অভিযোগে ৯০ বছরের বৃদ্ধের ভোগান্তি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বড় কামারকুণ্ডু গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধে হয়রানির শিকার হচ্ছেন ৯০ বছর বয়সী বয়োবৃদ্ধ মন্তাজ বিশ্বাস। অভিযোগ উঠেছে, তার ভাই জীবদ্দশায় যে জমি বিক্রি করেছিলেন, সেই জমি নিয়ে এখন তার মৃত্যুর পর মামলার আসামি করা হয়েছে নিরীহ এই বৃদ্ধকে।

ভুক্তভোগী মন্তাজ বিশ্বাস ও তার ভাই শফিউদ্দিন বিশ্বাস বড় কামারকুন্ডু গ্রামের বাসিন্দা। পৈতৃক সূত্রে তারা মোট ৪২ শতক জমির মালিক ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯৬১ সালে টাকার অভাবে ৪২ শতকের মধ্যে ১৮ শতক জমি বিক্রি করেন মন্তাজ বিশ্বাস, শফিউদ্দিন বিশ্বাস ও তাদের মা ফোজদার নেছা। পরে বাকি ২৪ শতক জমি দুই ভাই সমানভাবে ১২ শতক করে ভাগ করে নেন এবং দীর্ঘদিন আগেই নিজ নিজ জমি ভোগদখলে নেন।

সমস্যার সূত্রপাত হয় কয়েক বছর আগে। অভিযোগ রয়েছে, শফিউদ্দিন বিশ্বাস তার ভাগের ১২ শতক জমির মধ্যে ৭ শতক জমি বিক্রি করেন। পরে সেই জমি একাধিকবার হাত বদল হয়। একই জমি আবারো কিনে বিক্রি করেন শফিউদ্দিন। প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার ওই জমি কিনেছেন স্থানীয় বাসিন্দা লুৎফর রহমান।

এরপর শফিউদ্দিন বিশ্বাস মারা গেলে হঠাৎ করেই জমি নিয়ে জটিলতা

তৈরি হয়। অভিযোগ উঠেছে, ক্রেতা লুৎফর রহমান এখন ওই জমির মালিকানা দাবি করে ৯০ বছর বয়সী মন্তাজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় বলা হয়েছে, বড় কামারকুন্ডু গ্রামের ১৬৫ নম্বর মৌজার ওই জমি থেকে মন্তাজ বিশ্বাসকে সরে যেতে হবে।

এ বিষয়ে মন্তাজ বিশ্বাস বলেন,“আমি তো আমার ভাগের জমিতেই আছি। আমার ভাই যে জমি বিক্রি করেছে, তার দায় আমার ওপর কেন পড়বে? এই বয়সে আদালতে ঘুরে ঘুরে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।”

মন্তাজ বিশ্বাসের ছেলে রবিউল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, লুৎফর ভুয়া দলিল তৈরি করে জমি দখলের চেষ্টা করছে। যে জমি আমার চাচা বিক্রি করেছে, সেই জমি নিয়ে এখন আমার বাবাকে হয়রানি করা হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ অন্যায়।

স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষকে এভাবে মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা অমানবিক। তারা দ্রুত সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবি জানান।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, যেহেতু আদালতে মামলা চলছে তাই আমার কিছু করনীয় নেই। তবে এ ব্যাপারে যদি আমার কাছে কোন লিখিত অভিযোগ দেয় তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে কমিউনিটি ক্লিনিকে ওষুধ সংকট

ঝিনাইদহের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে তীব্র ওষুধ সংকট দেখা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ না থাকায় সেবা নিতে এসে দিনের পর দিন ঘুরেও খালি হাতে ফিরছেন রোগীরা।

এতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় মানুষজন। বাধ্য হয়ে অনেকেই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি ক্লিনিক বা ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনছেন।

জানা যায়, স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলার ৬৭ টি ইউনিয়নের ১৮৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে সরকার। এক বছর আগেও এসব ক্লিনিক থেকে জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথাব্যথাসহ সাধারণ রোগের জন্য বিনামূল্যে ২৭ প্রকার ওষুধ সরবরাহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্লিনিকে মাত্র ২ থেকে ৩ প্রকার ওষুধ রয়েছে, আবার কোথাও একেবারেই ওষুধ বিতরণ বন্ধ রয়েছে। ওষুধ নিতে এসে দিনের পর দিন ফিরে যেতে হচ্ছে সেবাপ্রত্যাশীদের।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার রঘুনাথপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, আজ কয়েক মাস ধরে এখানে এসে ওষুধ পাচ্ছি না। আগে তো সব রকম ওষুধ পাওয়া যেত। এখন আসলে শুধু কথা বলেই পাঠিয়ে দিচ্ছে।

রাশিদা খাতুন নামের আরেক সেবা প্রত্যাশী বলেন, আমার ছোট ছেলেটার জ্বর আর ঠান্ডা লেগেছে। আগেও এখান থেকে ফ্রি ওষুধ নিছি। আজ এসে শুনি ওষুধ নেই। গরিব মানুষের জন্য এই ক্লিনিক, কিন্তু এখন তো কোনো উপকারই পাচ্ছি না। বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হলে তো ৪-৫’শ টাকা লাগবে।

কালুহাটি কমিউনিটি ক্লিনিকের হেলথ কেয়ার প্রভাইডার মাজেদুল হক বলেন, আমাদের কাছে রোগী আসে, কিন্তু দেওয়ার মতো ওষুধ নেই। এতে রোগীরাও ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, আমরাও বিব্রত হচ্ছি। এখন রোগী আসলে শুধু স্বাস্থ্য শিক্ষা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাদের তো কিছু করার নেই।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন মো. কামরুজ্জামান বলেন, সরকারি ভাবে ওষুধ সরবরাহ একদম কমে গেছে। কবে নাগাদ ঠিক হবে তাও সিওর বলা যাচ্ছে না। আশা করছি দ্রুতই ওষুধ সরবরাহ ঠিক হলে এই সংকট কেটে যাবে।

শৈলকুপায় বেগম খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজার নামাজ ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেলে শৈলকুপা শহরের সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এ গায়েবানা জানাজার আয়োজন করা হয়। জানাজার নামাজ পরিচালনা করেন কোর্টপাড়া জামে মসজিদের ইমাম আবু সাঈদ রহমান।

গায়েবানা জানাজার নামাজে বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন, সহ-সভাপতি খলিলুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আবু তালেব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা ঠান্ডুসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

জানাজার নামাজ শেষে বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

কোটচাঁদপুরে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

স্ত্রীর অধিকার চেয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী নারী শেফালী খাতুন। বুধবার সকালে কোটচাঁদপুর পৌর পাঠাগারে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। শেফালী খাতুন স্থানীয় বাসস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার মতিয়ার রহমানের মেয়ে।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমি কোটচাঁদপুর মিনার ডেকোরেটরে

রান্নার কাজ করি। সেই সুবাদে সাকিলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে সে নিয়মিত আমার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, আমি তখন তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিলে সাকিল স্থানীয় একটি মসজিদের হুজুর ডেকে এনে আমাকে বিয়ে করে। এরপর প্রায় ৮-৯ মাস আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে বসবাস করি। এ সময় সে আমার কাছ থেকে নগদ সাড়ে ৪ লাখ টাকা, একটি মোবাইল ফোন ও স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নেয়। পরে ধীরে ধীরে আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।

শেফালী খাতুন অভিযোগ করে বলেন, সম্প্রতি আমি স্ত্রী পরিচয় নিয়ে তার বাড়িতে গেলে সাকিল ও তার মা আমাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এরপর কেউ জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে তার স্ত্রী বলে অস্বীকার করতে থাকে।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় যেতে চাইলে স্থানীয় এক কাউন্সিলর বিষয়টি মীমাংসা করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু কোনো সমাধান না হওয়ায় আমি আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। আপনারা ঘটনাটি সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরুন, যাতে দেশের মানুষ জানতে পারে।

শেফালী খাতুন বলেন, হয় সাকিল আমাকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দিয়ে সঙ্গে রাখবে, নতুবা আমার কাছ থেকে নেওয়া টাকা, মোবাইল ও স্বর্ণালংকার ফেরত দেবে। তা না হলে আমি আদালতে মামলা করবো।

তিনি আরও জানান, তার বয়স ৩০ বছর। তিনি পেশায় একজন রান্নার কর্মী এবং এক সন্তানের জননী।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত সাকিল হোসেন বলেন, শেফালির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ আমার সম্মান ক্ষুণ্ন করার জন্য তাকে দিয়ে এসব করাচ্ছে। আমি তার কাছ থেকে কোনো টাকা বা মালামাল নিইনি। তার আনা সব অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট।

সাকিল আহম্মেদ কোটচাঁদপুর পৌর শহরের পশু হাসপাতালপাড়া এলাকার পিরু আহম্মেদের ছেলে। তিনি কোটচাঁদপুর মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত

অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

কোটচাঁদপুরে মুদি দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা

কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন মুদি দোকানে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার কোটচাঁদপুর শহরের চৌগাছা স্ট্যান্ডে বিভিন্ন মুদি দোকানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় ২ জন দোকান মালিককে মোট দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এজাজ আহমেদকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারা মোতাবেক এক হাজার টাকা এবং নাফিসকে একই আইনে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযান পরিচালনা করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট সোহেল রানা। এসময় উপজেলা ভূমি অফিসের সার্টিফিকেট পেশকার সুব্রত মন্ডলসহ কোটচাঁদপুর মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস দল উপস্থিত ছিলেন।